রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ আগস্ট ২০০৭

নং ২৮-(মুঃপ্রঃ আইন)/বিজি-১/যমুনা-অধ্যাদেশ-১৯/২০০২।—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৪ নং অধ্যাদেশ)-এর নিম্নরূপ বাংলায় অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

১৯৮৫ সনের ৩৪ নং অধ্যাদেশ

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবার বিধানের উদ্দেশ্যে

একটি অধ্যাদেশ

যেহেতু যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, ২৪ মার্চ, ১৯৮২ তারিখের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করিলেন ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই অধ্যাদেশ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ;

(কক) "সেতু" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন নদী বা জলরাশিপূর্ণ এলাকার উপর নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন এক হাজার পাঁচশত মিটার অথবা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের যেকোন সেতু এবং নিম্নবর্ণিত সেতুও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(অ) কোন বহুমুখী সেতু;

(আ) এইরূপ যে কোন সেতুর সংযোগ সড়ক;

(ই) এইরূপ যে কোন সেতুর সংযোগ সড়কসমূহের ঢাল, বার্ম, বরোপিট এবং পার্শ্ববর্তী নালাসমূহ;

(ঈ) এই সেতুর জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত যে কোন সেতু সংলগ্ন সকল জমি ও বাঁধ;

(উ) এইরূপ যে কোন সেতু এলাকার অন্তর্ভুক্ত নদী বা জলরাশিপূর্ণ এলাকায় বিদ্যমান সকল ঘাট, অবতরণ স্থল, জেটি, নালা এবং সংরক্ষিত বাঁধ; এবং

(ঊ) এইরূপ যে কোন সেতুর নিচের নদী অথবা জলাধার;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(গ) "নির্বাহী পরিচালক" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক;

(ঘ) "সরকারী সংস্থা" অর্থ সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থা এবং তৎসহ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্থাপিত কর্পোরেশন, বা অন্যান্য সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(ঘঘ) "রক্ষণাবেক্ষণ" অর্থ কোন সেতু বা টোল সড়কের ক্ষেত্রে, প্রয়োজন অনুসারে, উক্ত সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহারোপযোগী রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং উহা সংরক্ষণ ও রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত এইরূপ কোন স্থাপনা এবং সহায়ক ব্যবস্থা এবং সেতুর ক্ষেত্রে, নদী শাসন সংক্রান্ত (পূর্ত কার্যাদি) রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(ঙ) "বহুমুখী সেতু" অর্থ একাধিক উদ্দেশ্যে নির্মিত সেতু;

(চ) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য;

(ছ) "পরিচালনা" অর্থ সেতু বা টোল সড়কের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে এইরূপ সেতু অথবা টোল সড়কের উপর যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং যানবাহন পরিদর্শন এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডসমূহ;

(জ) "নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(জজ) "প্রবিধান" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) "সংরক্ষিত এলাকা" অর্থ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সেতু, অথবা, টোল সড়কের সন্নিকটস্থ নির্দিষ্ট যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ;

(ঞ) "নদীশাসন কার্যক্রম" অর্থ উজান এবং ভাটি উভয় দিকের গাইড বাঁধ, জমি, বেড়ীবাঁধ, সংরক্ষিত নদীর পাড়, ভরাটকৃত এলাকা এবং সেতু রক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাবলী, এবং যমুনা নদীতে যমুনা সেতুর সংশ্লিষ্ট ভূয়াপুর হার্ডপয়েন্টের সংরক্ষিত কার্যসমূহ;

(ট) "বিধি" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি;

(ঠ) "টোল সড়ক" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন সড়ক, বিকল্প সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে বা রিংরোড এবং যাহা ব্যবহার করিবার জন্য ব্যবহারকারীর নিকট হইতে টোল আরোপ এবং আদায় করা হইবে এবং তৎসহ—

(অ) অনুরূপ কোন সড়কের ঢাল, বার্ম, বরোপিটস এবং পার্শ্ববর্তী নালা;

(আ) সড়কের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত এইরূপ যে কোন সড়ক সংলগ্ন ভূমি ও বাঁধ;

(ই) অনুরূপ কোন সড়কের প্রবেশ পথ বা সংযোগ সড়কসমূহ, যদি থাকে;

(ঈ) অনুরূপ কোন সড়কের উপর বা আড়াআড়ি নির্মিত সকল সেতু ও কালভার্ট; এবং

(উ) অনুরূপ কোন সড়কের সকল বেড়া, খুঁটি, কাঠামো এবং সুবিধাদি অথবা এইরূপ কোন সড়ক সংলগ্ন কোন ভূমি এবং উক্ত ভূমির উপর সকল রাস্তার পার্শ্ববর্তী গাছ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **অন্যান্য আইনের উপর অধ্যাদেশের প্রাধান্য, ইত্যাদি।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধি কার্যকর হইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার, ধারণ করিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৫। **প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ স্থানে উহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **কর্তৃপক্ষ গঠন।**—নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি পদাধিকারবলে উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, যিনি পদাধিকারবলে উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) চীফ অব জেনারেল স্টাফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পদাধিকারবলে;

(ঘ) সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঙ) পুলিশ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(চ) বিদ্যুৎ ও গ্যাস সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ছ) ভূমি সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(জ) পানিসম্পদ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঝ) অর্থনৈতিক সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঞ) অর্থ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ট) আইন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঠ) ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, পদাধিকারবলে;

(ড) নির্বাহী পরিচালক, যিনি পদাধিকারবলে কর্তৃপক্ষের সচিবও হইবেন।

৬ক। **উপদেষ্টা।**—(১) কর্তৃপক্ষের দুইজন উপদেষ্টা থাকিবেন যাহারা সরকার কর্তৃক সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

(২) একজন উপদেষ্টা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মেয়াদের জন্য পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) একজন উপদেষ্টা সরকারের উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। **কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী।**—সরকারের সাধারণ নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী হইবে—

(ক) সেতু স্থাপন বা টোল সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সেতু স্থাপন বা টোল সড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত;

(গ) দফা (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) অনুরূপ পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় উৎস হইতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঙ) অনুরূপ পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বা বিদেশী বিভিন্ন এজেন্সি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত বা নির্মিত সেতু ও টোল সড়কসমূহের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

(ছ) অনুরূপ কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপরে অথবা নিম্নে, অথবা উহার যে কোন অংশে, অথবা অনুরূপ সেতু বা টোল সড়কের কোন সংরক্ষিত এলাকায় অথবা উহার কোন অংশে, অনুরূপ সেতু অথবা টোল সড়কের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা এবং ভূমি ব্যবহার

পরিচালনার জন্য ক্ষতিকর অথবা ক্ষতি হইতে পারে, এইরূপ যে কোন যানবাহন, মানুষ, পশু, অথবা মালামাল চলাচল, অথবা যে কোন প্রকার কাজকর্ম অথবা নির্মাণ স্থাপন, মেরামত, অথবা খনন কার্যসহ যে কোন প্রকার কার্য নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা অথবা নিষিদ্ধকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছছ) কোন সেতু বা টোল সড়কে যানবাহন চলাচল এবং যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য এবং কোন সেতু বা টোল সড়কের উপর বা নিকটে বাধা সৃষ্টি, অনুপ্রবেশ এবং উপদ্রব প্রতিরোধ ও অপসারণের জন্য বিধান প্রণয়ন;

(জ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পরামর্শ অনুসারে এবং উপরি-উল্লিখিত কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট এইরূপ অন্যান্য কার্যাবলীসহ প্রয়োজনীয় কার্য ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। **কর্তৃপক্ষের সভা।**—(১) নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সভা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য গণনার ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশের ভগ্নাংশকে গণনা করা যাইবে না এবং দুই-তৃতীয়াংশের ভগ্নাংশ একটি পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণনা করিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের ভাইস-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের সভায়, প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) কেবল কোন সদস্য পদের শূন্যতা অথবা কর্তৃপক্ষ গঠনে কোন ত্রুটির কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না অথবা কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **ভূমি হুকুম দখল।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের কোন ভূমি আবশ্যক হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ভূমি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুসারে অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হুকুম দখলকৃত কোন ভূমি ইজারা প্রদান অথবা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে উক্ত ব্যক্তি অথবা তাহার আওতাধীন, সম্পাদনকারী বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসককে উক্ত ভূমি ইজারা গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত অধিকারবলে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হার হইতে কোন ভূমি ইজারা গ্রহণ অথবা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত ভূমির অধিক মূল্য প্রদানে সম্মত হইবে তাহার অধিকার প্রয়োগযোগ্য হইবে।

১০। **কর্তৃপক্ষের সাধারণ ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলী এবং তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া কর্তৃপক্ষ—

(ক) সমীক্ষা, জরিপ, পরীক্ষা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ অথবা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত এইরূপ সমীক্ষা, পরীক্ষা অথবা কারিগরি গবেষণা সম্পাদনে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) কোন সেতু অথবা টোল সড়কের জন্য জনবল প্রশিক্ষিত করিতে পারিবে;

(গ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের জন্য বাজেটের মধ্যে অথবা বিশেষ অর্থ বরাদ্দের আওতায় যে কোন কার্য সম্পাদন অথবা যে কোন ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে;

(ঘ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক স্থাপন, নির্মাণ, পরিচালনা, অথবা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, অথবা টেলিযোগাযোগ সঞ্চালনের জন্য অথবা রেলওয়ে চলাচল অথবা সড়ক যোগাযোগের জন্য সেতু নির্মাণ এবং তার, খুঁটি, ওয়ালব্রাকেট, পাইপ, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম স্থাপন এবং নির্মাণ স্থাপন করিতে পারিবে।

(ঙ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারী সংস্থা হইতে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক সংশ্লিষ্ট যে কোন উদ্দেশ্যে পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারী সংস্থা উহার সর্বোচ্চ ক্ষমতা, জ্ঞান এবং বিবেচনা মতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করিবে এবং অনুরূপ পরামর্শ উপদেশ বা সহায়তা প্রদানে, কোন ব্যয় সংশ্লিষ্ট থাকিলে কর্তৃপক্ষ উহা বহন করিবে;

(চ) কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার কোন সংরক্ষিত এলাকায়, লিখিত চুক্তি অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থার অধীন, যে কোন সরকারী সংস্থা অথবা অন্য কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তিকে, অনুরূপ স্থাপনা ও সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে;

(ছ) সরকারের কোন সংস্থা অথবা অন্যান্য সংস্থা কিংবা ব্যক্তি বা উহাদের সুনির্দিষ্ট কোন শ্রেণী কর্তৃক যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার সংরক্ষিত কোন অংশ ব্যবহারের ফি এবং টোল ধার্য এবং আদায় করিতে পারিবে;

(জ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে এইরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার কোন অংশ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, সেইক্ষেত্রে উহা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যেরূপ যথাযথ মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে।

১১। **কতিপয় ভূমি পরিষ্কার এবং ভাংগা নিষিদ্ধকরণ।**—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দিষ্ট কোন সংরক্ষিত এলাকায় বা উহার কোন অংশের অভ্যন্তরে অথবা কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে উহা হইতে কোন ভূমি পরিষ্কার করিতে বা ভাঙ্গিতে অথবা কোন প্রকার কাঠামো নির্মাণ বা অপসারণ করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিষিদ্ধকরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

১২। **প্রবেশের ক্ষমতা।**—(১) নির্বাহী পরিচালক অথবা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সহকারী ও কর্মীসহ বা ব্যতীত, কোন ভূমিতে প্রবেশ করিতে অথবা কোন প্রকার পরিদর্শন, জরিপ, পরীক্ষা অথবা তদন্তের আদেশ প্রদান, অথবা খুঁটি নির্মাণ ও গর্ত খুঁড়িতে ও খনন বা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভূমির মালিক অথবা দখলদারকে অন্যূন তিন দিন পূর্বে এইরূপ প্রবেশের অভিপ্রায় সংক্রান্ত প্রাক-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ব্যতিরেকে উক্তরূপ ভূমিতে প্রবেশ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থার কারণে উক্ত ভূমির কোন ক্ষতি সাধিত হইলে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

১৩। **নির্বাহী পরিচালক।**—(১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে বা পদ্ধতিতে তদ্‌কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) নির্বাহী পরিচালক একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও তহবিল ব্যবস্থাপনা করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অথবা নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে, বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য যে কোন কারণে, নির্বাহী পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, কর্তৃপক্ষ যেরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপে নির্বাহী পরিচালকের কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। **কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষ সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত শর্তে উহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা অথবা অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির চাকরি কোন সেতু বা টোল সড়ক স্থাপন ও নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেইক্ষেত্রে সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য, উক্ত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাহিদা অনুসারে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেষণে নিয়োগ করা আইনানুগ হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রেষণে নিযুক্ত ব্যক্তি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অথবা, ক্ষেত্রমত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত শর্তে কর্তৃপক্ষের অধীন চাকরি করিবেন।

১৫। **ঋণ করিবার ক্ষমতা।**—কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং তদ্‌কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬। **কর্তৃপক্ষের তহবিল।**—(১) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন উহার কার্যাবলীর ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে।

(২) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকার হইতে প্রাপ্ত ঋণ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(ঙ) সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(চচ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত টোল ও ফি;

(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্যান্য অর্থ।

(৩) কর্তৃপক্ষের তহবিল কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে উপযুক্ত কোন তফসিলী ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে জমা হইবে।

১৭। **বাজেট।**—কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের বিবরণী এবং উক্ত অর্থ বৎসরের জন্য সরকারের নিকট হইতে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক একটি বাজেট অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৮। **নিরীক্ষা ও হিসাব।**—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে, উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্টস অর্ডার, ১৯৭৩ (১৯৭৩ পি, ও, নং ২) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে অন্যূন দুইজন নিরীক্ষক কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে নিরীক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের সকল হিসাব-বহি ও ভাউচারের সহিত সংশ্লিষ্ট হিসাবের একটি কপি প্রদান করা হইবে, এবং সকল যুক্তিসংগত সময়ে কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, বহি, দলিল, নগদ অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে, এবং তাহারা এইরূপ হিসাবের জন্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে নিরীক্ষা সমাপ্ত করিবেন, এবং তিন মাসের মধ্যে উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের হিসাবসমূহ, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর এই ধারায় মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, দ্বারা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করা হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির, কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, বহি, দলিল, নগদ অর্থ, জামানত, ভান্ডার, এবং অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৭) মহা-হিসাব নিরীক্ষক নিরীক্ষা সম্পন্ন করিবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, কর্তৃপক্ষের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণপূর্বক উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট সরবরাহ করিবেন।

১৯। **প্রতিবেদন এবং রিটার্ণ পেশ।**—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(২) সরকার, কর্তৃপক্ষের নিকট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন বিষয়ে যে কোন প্রকার রিটার্ণ, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান অথবা অন্যান্য তথ্য চাহিতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২০। **কমিটি।**—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে অথবা নির্বাহী পরিচালক-কে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবে।

২০ক। **পুলিশ স্টেশন স্থাপন।**—(১) দুইটি পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা হইবে, উহাদের একটি টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব অংশ ও উহার সংরক্ষিত এলাকার জন্য এবং অন্যটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত উক্ত সেতুর পশ্চিম অংশ ও উহার সংরক্ষিত এলাকার জন্য হইবে।

(২) সরকার সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পুলিশ স্টেশনসমূহে অন্য যে কোন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অন্তর্ভুক্ত পুলিশ স্টেশনসমূহের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা, ক্ষেত্রমত, সেই সকল পুলিশ স্টেশনসমূহ গঠন অথবা উহাদের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে, উক্ত এলাকা যে সকল পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারভুক্ত ছিল উহা এখতিয়ারভুক্ত থাকিবে না; এবং পূর্বতন পুলিশ স্টেশনসমূহের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা সংশ্লিষ্ট সকল আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে সংশোধিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) অনুরূপ প্রতিটি পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ পদমর্যাদার নিম্নে হইবেন না।

(৫) পুলিশ স্টেশনের ব্যয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা হইবে।

(৬) এই অধ্যাদেশের অধীন অথবা কোন বিধি বা প্রবিধানমালার অধীন অথবা উহার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বা প্রদত্ত কোন নির্দেশ বা আদেশের অধীন যে কোন বিষয়ে কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, এই সকল থানার পুলিশ কর্মকর্তাগণ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৭) সরকার , প্রয়োজন মনে করিলে, অন্য যে কোন সেতু অথবা যে কোন টোল সড়কের জন্য এই ধরণের পুলিশ স্টেশন স্থাপন করিতে পারিবে এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ পুলিশ স্টেশন স্থাপিত হইবে সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) এবং (৬) এর বিধানসমূহ, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

২০খ। **সেতু অথবা টোল সড়ক বন্ধকরণ।**—কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার কোন নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহারকারী অথবা জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক হওয়ায় ব্যবহার করা সম্ভব নহে অথবা উহা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর যানবাহন চলাচলের জন্য আর উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ এইরূপ সেতু বা টোল সড়কের গাত্রে অথবা নিকটে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত লিখিত নোটিশ দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত সেতু বা টোল সড়ক অথবা উহার কোন নির্দিষ্ট অংশ, ব্যবহারকারী অথবা জনসাধারণ অথবা সকল প্রকার যানবাহন অথবা নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ থাকিবে।

২০গ। **অন্যান্য দখল প্রতিরোধ, ইত্যাদি।**—কোন সেতু বা টোল সড়ক বা উহার কোন অংশ বিশেষের উপর, নিম্নে, উর্ধ্বে বা নিকটে যে কোন প্রকার অন্যায় দখল অথবা বাধা সৃষ্টি, স্থাবর বা অস্থাবর, অথবা যে কোন প্রকারের উপদ্রব প্রতিরোধ বা তথা হইতে উপরি-উক্ত যে কোন পরিস্থিতি দূরীকরণের জন্য, কর্তৃপক্ষ, শক্তি প্রয়োগ করিবার উদ্যোগসহ যেকোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০ঘ। **থামানো, ইত্যাদি।**—যদি কোন যানবাহন বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে যে, উক্ত যানবাহন বা ব্যক্তি দ্বারা এই অধ্যাদেশের অথবা কোন বিধি বা প্রবিধানের অথবা উহার এখতিয়ারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অথবা জারিকৃত কোন নির্দেশ বা আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা, যে কোন সেতুতে বা টোল সড়কে অথবা উহার নিকটে যে কোন যানবাহন থামাইতে, পরিদর্শন এবং তল্লাশী করিতে অথবা এইরূপ যানবাহনের চালক, যাত্রী অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা এবং তল্লাশী করিতে পারিবে।

২০ঙ। **বাজেয়াপ্তকরণ।**—এই অধ্যাদেশের বিধান অথবা কোন বিধি বা প্রবিধান বা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অথবা কৃত কোন আদেশ অথবা নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া, কোন প্রকার আইনসংগত অজুহাত ব্যতিরেকে, যদি কোন যানবাহন কোন সেতু বা টোল সড়কে পার্ক করা, থামা, চলমান বা যাতায়াত করিতে দেখা যায়, অথবা উক্ত বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকার যাত্রী বা মালামাল পরিবহন করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত যানবাহন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার মালামাল, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

২০চ। **অবৈধ বাধা সৃষ্টি, ইত্যাদির শাস্তি।**—যে কেহ আইনগত অজুহাত ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে—

(ক) কোন সেতু বা টোল সড়কে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিলে;

(খ) কোন সেতু বা টোল সড়কে যানবাহন চলাচলের রাস্তা অথবা সারি চিহ্নিত করিবার জন্য অথবা যানবাহন অথবা উহার যাত্রীদের নিরাপত্তা অথবা সেতু বা টোল সড়ক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বা প্রদর্শিত কোন সীমানা অথবা বিভক্তি রেখা, প্রাচীর অথবা বেড়া অথবা যে কোন চিহ্ন, প্রতীক অথবা সংকেতের ধ্বংস, ক্ষতি অথবা নষ্ট করিলে;

(গ) কোন সেতু বা টোল সড়কে অথবা উহার নিকটে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত অথবা প্রদর্শিত কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি অথবা দলিল অপসারণ, ধ্বংস, বিকৃত অথবা কোন প্রকারে নিশ্চিহ্ন করিলে,

তিনি অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২০ছ। **বিধি ও প্রবিধান লঙ্ঘনের শাস্তি।**—যে সকল ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশে কোন জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে কোন বিধি বা প্রবিধানে এই মর্মে বিধান করা যাইবে যে, উক্ত বিধি বা প্রবিধান লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করা হইলে অথবা উক্ত বিধি বা প্রবিধানের অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত বা প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করা হইলে, অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে এবং এই ধরনের লঙ্ঘন অথবা অমান্য করা অব্যাহত থাকিলে উহার জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটিত হইবার প্রথম দিনের পর যতদিন উহা অব্যাহত থাকিবে উক্ত প্রতি দিবসের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

২০জ। **পরওয়ানা ব্যতিরেকে অপসারণ বা গ্রেপ্তার।**—(১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন সেতু বা টোল সড়কে কোন ব্যক্তিকে ধারা ২০চ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন অথবা কোন বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধানের লঙ্ঘন বা ভঙ্গ অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত বা প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ তাহার বিবেচনায় অমান্য করিতে দেখিলে, তাহাকে পরওয়ানা ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন এবং এইরূপ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি এক হাজার টাকা অথবা ততোধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সেতু বা টোল সড়ক যাহাই হউক না কেন, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উহা হইতে কেবল অপসারণ করাই যথেষ্ট বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইহার অধিক অপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করিয়া, উক্ত সেতু বা টোল সড়ক হইতে তাহাকে অপসারণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে অপসারণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি যদি চাহিদামাত্র তাহার নাম ও ঠিকানা প্রদান করেন এবং এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তাহার প্রদত্ত নাম ও ঠিকানা সঠিক অথবা যদি তাহার প্রকৃত নাম ও ঠিকানা নিশ্চিত করা যায়, তাহা হইলে প্রয়োজনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে, কোন প্রকার জামানত ব্যতীত, তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে যদি উপ-ধারা (২) এর অধীন মুক্তি প্রদান না করা যায়, তাহা হইলে তাহার বিষয়ে আইনসংগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ এখতিয়ারাধীন কোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নিকটতম পুলিশ স্টেশনে সোপর্দ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন মুচলেকা প্রদানের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধ্যায় XLIIএর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

২০ঝ। **শুনানী ব্যতীত মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ কার্যধারা।**—এই অধ্যাদেশ অথবা বিধি বা প্রবিধানের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ কোন আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গৃহীত হইলে উক্ত আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে জারীতব্য সমনে এই মর্মে উল্লেখ থাকিবে যে, তিনি—

(ক) উকিলের মাধ্যমে হাজিরা দিতে পারিবেন এবং তাহার স্বয়ং উপস্থিতি আবশ্যক নহে;

(খ) সমনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে, আদালতের বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত একটি পত্রের মাধ্যমে অথবা আদালতের বরাবরে দাখিলকৃত আর্জির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই মর্মে স্বীকার করিতে পারিবেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন এবং সমনে উল্লিখিত আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ আদালতে প্রদান করিতে অথবা আদালতের বরাবরে প্রেরণ করিতে পারিবেন, তবে সংশ্লিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জরিমানার সর্বোচ্চ পরিমাণের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করেন যে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন এবং সমনে উল্লিখিত পরিমাণের টাকা প্রদান অথবা প্রেরণ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে তদতিরিক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং সমনে উল্লিখিত পরিমাণের টাকা সমনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান অথবা প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকিবে।

২০ঞ। পুলিশ কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা কর্তৃক ঘটনাস্থলে জরিমানা আরোপ করিবার ক্ষমতা।—(১) এই অধ্যাদেশের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদের নিম্নে নহে এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তা দেখিতে পান যে, কোন সেতু বা টোল সড়কে অথবা উহার যে কোন সংরক্ষিত এলাকায়, কোন ব্যক্তি যে কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানাযোগ্য অনুরূপ কোন অপরাধ করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলেই জরিমানা করিতে পারিবেন, যাহার পরিমাণ উক্ত অপরাধের জরিমানা হিসাবে নির্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমাণের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন জরিমানা আরোপ করিবার পূর্বে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিতরূপে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া নোটিশ হাতে হাতে প্রদান করিতে হইবে—

(ক) তদকৃত অপরাধের বিবরণ,

(খ) তাহার দ্বারা প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ,

(গ) যেরূপে এবং যে সময়সীমার মধ্যে উক্ত জরিমানা পরিশোধ করিতে হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে উহা অস্বীকার এবং উহাতে নির্দেশিত জরিমানা পরিশোধে তিনি সম্মত আছেন কিনা এই মর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য প্রদানের নির্দেশনা।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বীকার করেন যে, তিনি উক্ত অপরাধ করিয়াছেন এবং উক্ত নোটিশে উল্লিখিত জরিমানা পরিশোধে সম্মত আছেন, তবে উহা নোটিশে লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইবে, অতঃপর উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে আর কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি উল্লিখিত জরিমানা উক্ত নোটিশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত জরিমানা তাহার নিকট হইতে সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অপরাধ করিয়াছে মর্মে অস্বীকার করেন এবং উক্ত নোটিশে বর্ণিত জরিমানা প্রদানে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধের জন্য আদালতে মামলা করা যাইবে।

২০ট। বিচারার্থ গ্রহণ এবং বিচার।—(১) সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদের নিম্নে নহে এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষের পক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তা লিখিত কোন প্রতিবেদন ব্যতিরেকে, এই অধ্যাদেশ বা বিধি বা প্রবিধানের এখতিয়ারে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ কোন আদালত বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের অথবা বিধি বা প্রবিধানের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ ফৌজাদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধ্যায় XXIIএ বর্ণিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করা হইবে।

২০ঠ। সেতু এবং টোল সড়ক হস্তান্তরের জন্য কোম্পানী গঠন।—(১) এই অধ্যাদেশে অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ কোন সেতু এবং টোল সড়ক অথবা উভয়ই, নির্মাণ সমাপ্তির পর, উহাদের মালিকানা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শেয়ার মূলধন সম্বলিত এক বা একাধিক কোম্পানী গঠন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোম্পানীর সকল বা যে কোন সংখ্যক শেয়ারের মালিক এবং অধিকারী হইতে পারিবে, তবে প্রাথমিকভাবে কর্তৃপক্ষ সকল শেয়ারের অধিকারী থাকিবে।

(৩) সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোম্পানিতে উহার মালিকানাধীন অথবা অধিকারী সকল অথবা যে কোন সংখ্যক শেয়ার জনসাধারণের নিকট অথবা কোন সংস্থার নিকট অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

২০ড। সেতু এবং টোল সড়কের মালিকানা, ইত্যাদি হস্তান্তর।—(১) কোন সেতু অথবা টোল সড়কের জন্য ধারা ২০ঠ এর অধীন কোন কোম্পানী গঠন করা হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত সেতু অথবা ক্ষেত্রমত টোল সড়কের কর্তৃপক্ষের দায়, ঋণ এবং বাধ্যবাধকতাসহ উহার মালিকানা, অধিকার, স্বার্থ, ক্ষমতা ও দখল উক্ত কোম্পানী এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে এবং বিনিময়ে, উক্ত কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করিবে।

(২) পূর্বোক্ত হস্তান্তরের পর, উক্ত কোম্পানীর লগ্নীকৃত বিনিয়োগ, নির্বাহ ব্যয়, উহা প্রতিষ্ঠা অথবা নির্মাণের উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় রাখিয়া দক্ষতার সহিত এবং ব্যবসায়িকভাবে, হস্তান্তরিত সেতু বা টোল সড়কের প্রশাসন, ব্যবস্থপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সেতু এবং টোল সড়ক হস্তান্তর করা সত্ত্বেও উক্ত সেতু বা টোল সড়কের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের এবং বিধি ও প্রবিধানমালার বিধানাবলীর প্রয়োগ অব্যাহত থাকিবে এবং উক্ত কোম্পানি এই অধ্যাদেশের বিধি এবং প্রবিধানমালার অধীন, উহার ক্ষেত্রে যে কোন প্রবিধান অনুসারে আদেশ অথবা নির্দেশ প্রদান অথবা প্রণয়নের ক্ষমতাসহ এই প্রকার সেতু বা টোল সড়কের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সকল অধিকার এবং ক্ষমতা এইরূপে প্রয়োগ করিতে পারিবে যেন কোম্পানী স্বয়ং কর্তৃপক্ষ।

২০চ। সেতু এবং টোল সড়ক ইজারা প্রদান।—(১) কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে, কর্তৃপক্ষ উহার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে, কোন সেতু অথবা ক্ষেত্রমত, টোল সড়ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং সময়ের জন্য কোন ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষ উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা গ্রহীতা নির্বাচন করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত ইজারা দলিলে উক্ত ইজারা বাতিল করিবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং ইজারা গ্রহীতার পক্ষে ইজারা দলিলের শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) কোন ইজারা গ্রহীতা তাহার নিকট ইজারা প্রদত্ত সেতু বা টোল সড়ক উহার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সকল অধিকার এবং ক্ষমতা লাভ করিবে এবং ইজারা গ্রহীতা এই অধ্যাদেশ এবং বিধি ও প্রবিধানমালার অধীন উক্ত ক্ষমতা এবং অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ইজারা গ্রহীতার নিকট কর্তৃপক্ষের সকল বকেয়া পাওনা সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২০ণ। প্রতিনিধির মাধ্যমে সেতু এবং টোল সড়ক ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।—(১) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক এর উন্নততর প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে যদি কর্তৃপক্ষ সমীচীন মনে করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিনিধি হিসাবে, লিখিত চুক্তির দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে, ক্ষেত্রমত, সেতু অথবা টোল সড়কের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন সম্পাদিত চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধির অদক্ষতা, অসদাচরণ বা দুর্নীতির জন্য অথবা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অনুসারে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বা অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগ বাতিল করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) নিযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরূপে তাহার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) এই অধ্যাদেশের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ উহার প্রতিনিধিকে অথবা উহার নিযুক্ত যে কোন কর্মকর্তাকে ধারা ২০ঘ, ২০জ, ২০ঞ, এবং ২০ট এর অধীন যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২০ত। **অন্য কোন আইনের অধীন আইনগত ব্যবস্থা ক্ষুণ্ন করা।**—এই অধ্যাদেশ অথবা বিধিসমূহের অথবা প্রবিধান কোন কিছুই এই অধ্যাদেশ অথবা বিধি অথবা প্রবিধানের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে অপর কোন আইনের অধীন বিচারের ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ন করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকেই একই অপরাধের জন্য দুইবার শাস্তি দেওয়া যাইবে না।

২১। **ক্ষমতা অর্পণ।**—কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে যে, এই অধ্যাদেশ কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত বা আরোপিত যে কোন ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব আদেশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তে, যদি থাকে, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অথবা কোন সদস্য অথবা নির্বাহী পরিচালক অথবা অন্য যে কোন কর্মকর্তা দ্বারা প্রয়োগ বা পালন করা যাইবে।

২১ক। **১৯৭৩ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২৩ ও ২৩ক প্রযোজ্য হইবে না।**—ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ২৩ ও ২৩ক এর বিধানাবলী যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক নির্মাণ অথবা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ সংশ্লিষ্ট কোন বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২২। **দায়মুক্তি।**—এই অধ্যাদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত অথবা ইপ্সিত কোন কর্মের জন্য কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, নির্বাহী পরিচালক অথবা অন্য যে কোন কর্মকর্তা, উপদেষ্টা বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার মামলা, অভিযোগ অথবা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) যে সকল বিষয়ে বিধি দ্বারা বিধান করিবার প্রয়োজন নাই সেই সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এবং এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, এইরূপ প্রবিধান সকল ক্ষেত্রে অথবা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির যে কোনটি এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট, ফলশ্রুতিমূলক এবং সম্পূরক সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা—

(ক) যানবাহন, যাতায়াত এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং সুবিধা নিশ্চিতকরণের এবং বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সেতু বা টোল সড়কে অথবা উহার নিকটে যানবাহন এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা;

(খ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহার, যানবাহন চলাচল সংকেত-বিধি এবং আলোকের সময় নিয়ন্ত্রণ;

(গ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কে যানবাহন চলাচলের নিরাপত্তা বিধান;

(ঘ) যে উদ্দেশ্যে সেতু অথবা টোল সড়ক স্থাপন অথবা নির্মাণ করা হইয়াছে উহা ব্যতীত যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) যানবাহন চলাচল এবং জনসাধারণের জন্য বিপদ অথবা বাধা সৃষ্টি অথবা অসুবিধা সৃষ্টি প্রতিরোধকল্পে পথচারী ব্যক্তি, সাইকেল আরোহী অথবা গবাদিপশু চালনা অথবা ব্যক্তিদের জন্য যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধকরণ;

(চ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কে পশু, মালামাল, ভারী যন্ত্রপাতি, বিপজ্জনক পদার্থ অথবা বিস্ফোরক বহন নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধকরণ;

(ছ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ট্রেনসহ সকল প্রকার যানবাহনের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, প্রস্থ, এ্যাক্সেল-লোড, ওজন অথবা বহন ক্ষমতা নির্ধারণ, সেতু বা টোল সড়কে এক সংগে একই সময়ে যে সংখ্যক যানবাহন চলাচল গ্রহণ করা যাইবে এবং সেতু বা টোল সড়কে চলাচল ট্রেনসহ যে কোন প্রকার যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গতিসীমা নির্ধারণ;

(জ) সেতু অথবা সড়কের উপর অথবা সন্নিকটে যে কোন প্রকার যানবাহন পার্কিং করা অথবা যে কোন প্রকার মালামাল মজুত নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধকরণ;

(ঝ) যে কোন প্রবিধান অথবা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অথবা প্রণীত যে কোন আদেশ অথবা নির্দেশ অমান্য করিয়া, যে কোন সেতু অথবা সড়কের উপর অথবা সন্নিকটে প্রাপ্ত যে কোন যানবাহন অথবা মালামাল পরিদর্শন, তল্লাশী, বাজেয়াপ্ত, অপসারণ অথবা জব্দকরণ;

(ঞ) যে কোন প্রবিধান অথবা উহার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত অথবা প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা নির্দেশ অমান্য করিয়া কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিলে অথবা কোন প্রকার যানবাহন বা গবাদি পশু চারণ করিলে অথবা উপদ্রব সৃষ্টিকারী যে কোন ব্যক্তিকে তল্লাশী, পরীক্ষা অথবা অপসারণ;

(ট) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর উপদ্রবের সংজ্ঞা, প্রতিরোধ এবং অপসারণ;

(ঠ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে কোন প্রকার বাধা অথবা অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ এবং অপসারণ;

(ড) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে অবৈধ কাজ বন্ধ এবং অবৈধ নির্মাণ স্থাপনা বন্ধ করা;

(ঢ) মেরামত অথবা অন্য কোন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অথবা কোন সরকারী সংস্থা দ্বারা উক্ত সংস্থার মালিকানাধীন অথবা পরিচালিত কোন স্থাপনার প্রেক্ষিতে চলমান কোন স্থাপনা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম অথবা অন্য যে কোন জনস্বার্থে, যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের অথবা উহার অংশবিশেষ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা;

(ণ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে অথবা উহার যে কোন সংরক্ষিত অংশে, যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, যে কোন প্রকার নির্মাণ স্থাপন কাজ অথবা খনন কাজ নিয়ন্ত্রণ করা;

(ত) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে যে কোন প্রকার ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক অথবা শিল্প কর্মকাণ্ড পরিচালনা অথবা যে কোন প্রকার স্টল, ছাউনী, দোকান, বাজার, হাট অথবা ফেরীওয়ালা নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিরোধ;

(থ) যে কোন সেতুর আওতাধীন এলাকার নদী অথবা পানিপূর্ণ এলাকা অথবা উহার বাঁধে নৌ-চলাচল, নৌযান নোংগর অথবা যাত্রীর মালামাল বোঝাই এবং খালাস নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিতকরণ;

(দ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক প্রশাসন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ;

(ধ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার সহিত যুক্ত যে কোন সুবিধা ব্যবহারকারীর উপর টোল এবং ফি আরোপ এবং উহা আদায়;

(ন) যে কোন প্রবিধান অথবা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত অথবা প্রদত্ত যে কোন আদেশ অথবা নির্দেশ লঙ্ঘন অথবা অমান্যকারীর জন্য জরিমানা আরোপ।

(৩) সকল প্রবিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে এবং উক্ত অনুলিপিসমূহ পরীক্ষা এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের সকল দপ্তরে সংরক্ষণ করা হইবে।

হু.মু. এরশাদ, এন,ডি,সি,পি,এস,সি

লেফটেন্যান্ট জেনারেল

প্রেসিডেন্ট।

ঢাকা,

৩ জুলাই, ১৯৮৫।

মোঃ আবুল বাশার ভুঁইয়া

উপ-সচিব (ড্রাফটিং)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।